Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১ মে, ২০১৮

৪১ বর্ষ ১৮ সংখ্যা ৩০ এপ্রিল, ২০১৮, সোমবার, ১৬ বৈশাখ, ১৪২৫

সিপিআই(এম) প্রার্থীদের বাড়ি বাড়ি হুমকি ও সন্ত্রাস—প্রতিবাদে মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৮ এপ্রিল : মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য সিপিআই(এম) প্রার্থীদের বাড়ি আক্রমণ, হামলা ও মারধরের ঘটনা কোনো নতুন চিত্র নয় মা মাটি মানুষের সরকারের আমলে। বাইকবাহিনীর দাপাদাপি প্রার্থী-প্রস্তাবক সমর্থকদের মারধর এমনকি বাড়িতে অগ্নি সংযোগের ঘটনাও ঘটেই চলেছে। ২৭ এপ্রিল রাতে এমন আক্রমণ সংঘটিত হল মেমারি-২ পঞ্চায়েত সমিতির কুটুট এলাকার বড়মশাগড়িয়া গ্রামে। পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী বাসুদেব ক্ষেত্রপাল, কাশীনাথ বাস্কে ও তাদের সমর্থকদের বাড়িতে হামলা চালালো তৃণমূলের সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা। তারা লাঠি বল্লম, তলোয়ার, রড নিয়ে হামলা চালায়। প্রাণের মারার হুমকি দেয়, এমনকি রান্নার গ্যাস খুলে আগুন লাগাবার চেষ্টা করে। ঘরের টাকা পয়সা, জিনিসপত্র লুঠ করে, আসবাবপত্র ভাঙচুর করে, ঘটনা পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও পুলিশ অনেক দেরিতে পৌঁছায়। প্রার্থীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করেই তারা চলে আসে। প্রার্থীরা রাতেই গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু দিনভর তৃণমূল বাহিনী বড়মশাগড়িয়া জুড়ে তাণ্ডব চালিয়ে যায়। আজ মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিল, বিভিন্ন গ্রামেই এভাবে তাণ্ডব চালিয়েছে তৃণমূলী ভৈরববাহিনী। এই ঘটনা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন সিপিআই(এম) নেতা সনৎ ব্যানার্জী। তিনি রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে গোটা ঘটনা

—এরপর চারের পাতায়

আন্তর্জাতিক পুস্তক-দিবস উপলক্ষে কিশোর-বাহিনীর অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৩ এপ্রিল : আজ আন্তর্জাতিক পুস্তক-দিবস। কিশোর-বাহিনীর পশ্চিম বর্ধমান জেলা কার্যকরী পরিষদ-এর উদ্যোগে এবং কিশোর বাহিনীর দুর্গাপুর ইস্পাত ও দুর্গাপুর-২ কমিটির সহায়তায় কিশোর বাহিনীর পশ্চিম বর্ধমান জেলার মুখপত্র 'কিশোর জগৎ'-এর পক্ষ থেকে ইস্পাতনগরীর ট্যাঙ্ক রোডে সৃষ্টি কিশোর বাহিনীর মঞ্চে সকাল থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুস্তক দিবস পালিত হয়। পুস্তক প্রদর্শনীর সাথে সকালে কিশোর-কিশোরীদের হাতে-কলমে সাংবাদিকতা শেখানোর জন্য একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত উৎসাহী চল্লিশ জন মাধ্যমিক /উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী যোগ দেন। কর্মশালার পরিচালনা করেন বিশিষ্ট শিশু-সাহিত্যিক ও কিশোর জগৎ পত্রিকার সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ সুর। সাংবাদিকতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক পার্থ চৌধুরী। বিকালে দুর্গাপুরের বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা উপস্থিত হয়ে শিশু-কিশোর সম্পর্কিত বিভিন্ন সাহিত্য রচনার বিষয়ে আলোকপাত করে লেখক হয়ে ওঠার জন্য কিশোর-কিশোরীদের উৎসাহিত করেন। এছাড়াও সৃষ্টি কিশোর বাহিনীর সদস্যরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

প্রসঙ্গত ১৯৭৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে ছোটদের জন্য প্রকাশিত কিশোর

—এরপর চারের পাতায়

মহান লেনিনের জন্মদিবস উপলক্ষে আলোচনাসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৫ এপ্রিল : লেনিনের জন্মদিবস উপলক্ষে আজ সন্ধ্যায় ইস্পাতনগরীর আশিস-জব্বার ভবনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র দুর্গাপুর ইস্পাত-৩ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত 'কমরেড লেনিন কেন আজও প্রাসঙ্গিক' শীর্ষক আলোচনাসভায় মূল বক্তা ছিলেন মানব মুখার্জী। তিনি বলেন যে ত্রিপুরায় সাম্প্রতিক লেনিন মূর্তি ধ্বংস প্রমাণ করেছে যে তিনি আজও প্রাসঙ্গিক। কার্ল মার্কস-এর ২০০তম জন্মবর্ষে লেনিনের সম্পর্কে আলোচনা আসছে তার অন্যতম কারণ হল মার্কস ও এঙ্গেলস ইউটোপিয় ভাবধারা থেকে সমাজতন্ত্রকে মুক্ত করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। লেনিন সেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে হাতে-কলমে প্রয়োগ করে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ে তোলায় নেতৃত্ব দেন। তার অসামান্য আরেকটি কৃতিত্ব হল কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ও পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবে। অপরদিকে লেনিন, মার্কস ও এঙ্গেলস-এর সময়ে শিল্প পুঁজির বিংশ শতাব্দীতে ফিনান্স পুঁজির রূপ ধারণ, বর্তমানে যা আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজির রূপ নিয়েছে, তা বিশ্লেষণ করে পুঁজিবাদ কীভাবে অধঃপতিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদের স্তরে উন্নীত হয়েছে তার মার্কসীয় ব্যাখ্যা। তাঁর এই ঐতিহাসিক

—এরপর চারের পাতায়

পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০১৮

বাড়ি বাড়ি প্রচারে ব্যাপক সাড়া মানুষের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৭ এপ্রিল : বাম প্রার্থীদের মনোয়নপত্র জমা দেওয়ার পর পরই শাসক দলের পক্ষ থেকে ফতোয়া জারি হয়েছিল তাদের বাড়ি বাড়ি প্রচারে যাওয়া যাবে না। কিন্তু সেই ফতোয়াকে উপেক্ষা করেই প্রার্থীদের সাথে নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচারে বেরিয়েছিলেন বামকর্মীরা। বেশ কয়েকটা মহল্লা ঘোরার পর তাঁরা জানান, সাধারণ মানুষকে আর পরিস্থিতি পরিবেশ নিয়ে কিছু বলতে হচ্ছে না। বরং তাঁরাই বলে দিচ্ছেন এই দমবন্ধকরা পরিবেশ থেকে আমরা মুক্তি চাইছি। সুযোগ পেলেই তার সদব্যবহার করতে একটুও পিছুপা হবো না। ঘটনাটি কালনা-২ নং

—এরপর চারের পাতায়

ধর্ষিতার পরিবারের পাশে মহিলানেত্রীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ২৫ এপ্রিল : আজ আউসগ্রামের ধর্ষিতার ধর্ষণকারীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে থানায় ডেপুটেশন দিলেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেত্রীরা। তার আগে যাদবগঞ্জে নির্যাতিতা মহিলা এবং তার পরিবারের সাথে দেখা করে মহিলাদের একটি প্রতিনিধি দল।

গত চৈত্রের চড়ক মেলা থেকে বাড়িতে পৌঁছে দেবার নাম করে রাতে বননবগ্রামের জঙ্গলে কয়েকজন দুষ্কৃতী ধর্ষণ করে ফেলে পালিয়ে যায় দশম শ্রেণির পড়ুয়া এক আদিবাসী ছাত্রীকে। পরে সকালে স্থানীয় মানুষ আউশগ্রাম থানায় নিয়ে যায়। নির্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী পুলিশ ২জন যুবককে গ্রেফতার করে। পুলিশের নাকের ডগায় এই ঘটনা ঘটায় আদিবাসী মানুষদের নিরাপত্তা নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। চাপা উত্তেজনা আছে এলাকায়। এলাকায় আদিবাসীরা পুলিশের বিরুদ্ধে মিছিল করে নিরাপত্তা ও দোষীদের শাস্তির দাবিও জানিয়েছে। এদিন মহিলা সমিতির পক্ষে সর্বভারতীয় নেত্রী অঞ্জু কর, রাজ্য নেত্রী সাধনা মল্লিক, বর্ধমান জেলা সম্পাদিকা মণিমালা দাস এবং গুসকরা

এলাকার নেত্রী আফসোনা বেগম, সম্পাদিকা অনামিকা মিত্র

—এরপর চারের পাতায়

মাজিদা গ্রাম পঞ্চায়তের কাজকর্মে ভুরি ভুরি দুর্নীতির অভিযোগ

দ্বারকানাথ দাস, পূর্বস্থলী : পূর্বস্থলী-২ ব্লকের মাজিদা গ্রাম পঞ্চায়েত। কাজকর্মে ভুরি-ভুরি দুর্নীতির অভিযোগ। যেমন রয়েছে ১০০ দিনের কাজের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ, তেমনি মৃতের এ্যাকাউন্টের টাকা প্রধানের নিজের ব্যাঙ্কের খাতায় জমা করার অভিযোগ। বিডিও, এস.ডিও-কে অভিযোগ জানিয়ে প্রতিকার পাননি মানুষ। আবার ভাগীরথী সংলগ্ন এলাকায় ভাঙনের কবলে পড়া মানুষ পাননি ক্ষতিপূরণ থেকে পুনর্বাসন। তামাঘাটা গ্রামের বাসুদেব সরকার, বাণেশ্বর সরকারদের পাকা বসতবাড়ি গেছে ভাঙনের করাল গ্রাসে। ভাঙন-বিধ্বস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ায়নি পঞ্চায়েত। স্থানীয় বিধায়ক প্রদীপ সাহা বারে-বারে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু প্রশাসনের টনক নড়েনি।

মাজিদা গ্রাম পঞ্চায়েত দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত। এই পঞ্চায়েতের ১০০ দিনের কাজে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ। রেগা প্রকল্পের মৃত জবকার্ডধারী নামেও টাকা উঠেছে।

সরকারি চাকুরিজীবী, কলকাতা পুলিশে কর্মরত একজনের পরিবারের ব্যাঙ্ক খাতায় ১০০ দিনের প্রকল্পের টাকা ঢুকেছে। আই.সি.ডি.এস

কর্মীর ব্যাঙ্ক খাতায় টাকা ঢুকেছে। জাল ভুয়ো মাস্টাররোল ভাউচার দিয়ে হাজার হাজার টাকা তোলা হয়েছে, অথচ কাজ নির্দিষ্টভাবে হয়নি।

এই পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা গোলক মণ্ডল জানালেন, গরিব মানুষের জব কার্ড থাকা সত্ত্বেও তাঁরা টাকা পাননি। টাকা না-পাওয়াদের তালিকা পঞ্চায়েতে দেওয়া সত্ত্বেও সে টাকা মেলেনি। প্রধানকে অভিযোগ করলে তিনি বলেন তিনি কিছুই জানেন না। অবস্থাপন্ন পরিবার অথচ পরিবারের সদস্যের ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকছে।

প্রধানমন্ত্রী গৃহনির্মাণ প্রকল্পেরও একই হাল। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের যোগসাজসে লক্ষ লক্ষ টাকা লুট হয়েছে। মহকুমা শাসককে অভিযোগ করেও কোনো কিছুই হয়নি। এই পঞ্চায়েত এলাকায় শুধু অর্থ লোপাট নয়, জেসিবি দিয়ে মাটি কাটা, পুকুর খনন করে লক্ষ-লক্ষ শ্রমদিবস চুরি হয়েছে। রাস্তা নির্মাণেও নিম্নমানের সরঞ্জামে কাজ হয়েছে। তার পর তো রয়েছে গঙ্গাপাড় থেকে বালি-মাটি কাটার মাধ্যমে লক্ষ-লক্ষ টাকা আত্মসাৎ। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, ভুরি ভুরি অভিযোগ দিতে প্রস্তুত মাজিদার মানুষ। যদি ভোট লুঠ না হয় তাহলে মানুষ উপযুক্ত জবাব দেবেন ব্যালটে।

নতুন চিঠি

৩০ এপ্রিল, ২০১৮

বড় পাওনা

৩৪ শতাংশ পঞ্চায়েতেই বিরোধীশূন্য। অর্থাৎ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার এক তৃতীয়াংশ আসনে মানুষের কোনো রায় প্রতিফলিত হচ্ছে না। এই জয় কাকে উৎসর্গ করলেন দেবী চৌধুরানী! সবে মনোনয়ন পর্ব সারা হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর দলেরই পাঁচ পাঁচজন কর্মী গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে হয়েছেন ছিন্নভিন্ন। তাঁদের প্রতি কি এই জয় উৎসর্গ করবেন নেত্রী? সংবাদ মাধ্যম জানায়নি কিছু।

বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, তিন তিনটে জেলা পরিষদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দখল করেছে তাঁর দল তৃণমূল। জানা গেছে জেলা পরিষদের ২৫ শতাংশ আসনই বিরোধীশূন্য। পঞ্চায়েত সমিতিতে ৩৩ শতাংশ আসনে নেই বিরোধীরা, সমগ্র রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬৮১৪ আসনে ভোটই হচ্ছে না—স্ক্রুটিনিপর্বে বিরোধীশূন্য আসনে প্রত্যাহারের মাত্রা বেড়েছে ৮ শতাংশ। ৫ হাজার আসনে বিরোধীদের ভোট ময়দান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থা রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার চেহারা কেমন তা বুঝিয়ে দিতে যথেষ্ট নয় কী?

যে রাজ্যে শাসক দলের হাতে আক্রান্ত হবার ভয়ে পুলিশকে অফিসের বাথরুমে, টেবিলের তলায় লুকোবার জায়গা খুঁজতে হয়—সেই পুলিশের হাতে পঞ্চায়েত ভোটে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ভার, তাও বুথ প্রতি মাত্র ১ জন লাঠিধারী। জনগণের হাতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কাজটি প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে কিভাবে দ্রুত সম্পন্ন হচ্ছে তা দেখে হিটলারের প্রেতাত্মাও কবরে শুয়ে বুঝি হাসছেন!

বাহবা সার্কাস তোমার খেলা! পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনের পর দলনেত্রী ২০৩টি আসন বিরোধীশূন্য করে সরাসরি জয় হাসিল করলেন। পুলিশ-প্রশাসন দুষ্কৃতীবাহিনীর সম্মিলিত প্রয়াসে সারা রাজ্যে অঙ্কের হিসেবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার তিনটি স্তরে ২০ হাজারের ওপর আসনে বিরোধীদের কোনও প্রার্থী নেই। এটাই বর্তমান গণতন্ত্র!

অপরদিকে সন্ত্রাস ও বিভাজনের এই রাজনীতিতে বামফ্রন্টের সাহসী প্রচারে যে কয়েকজন কর্মী, সমর্থক, সাধারণ মানুষ সামিল হয়েছেন—তাঁদের দেখে কেবল একটা কথাই মনে হয়—এ তুমি কেমন তুমি! সত্যিই তুলনা নেই। হাজার সেলাম-এ অভিনন্দন জানালেও বুঝি এই সম্মাননা কম পড়ে যায়! কোথাও বাড়ি বাড়ি ঘোরা, কোথাও আবার একটু মিছিল, কোথাও বা কিছুক্ষণের বৈঠকী সভা উঠোনে বা কারোর ঘরের দাওয়ায়—কিন্তু মানুষের কথা যে ফুরোতেই চায় না। সময় কম—তাই তৎপরতার সঙ্গে যতটা সম্ভব কাজ গুটিয়ে নেওয়া। লক্ষ্য একটাই সন্ত্রাস বা রক্তাক্ত পথ শেষ কথা বলে না, শেষ কথা বলে জনগণ। দীর্ঘ ৭ বছর পর কোথাও কোথাও এই প্রথম লাল-পতাকা কাঁধে মানুষ পথে নামলেন। বামফ্রন্টের খাতায় এটাও তো কম বড় পাওনা নয়!

সিপিআই(এম) সদস্যের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা ২৫ এপ্রিল : জীবনাবসান হলো গুসকরা পশ্চিম এরিয়া কমিটির অন্তর্গত দিগনগর ২/২ শাখার প্রবীণ সিপিআই(এম) সদস্য হারাধন দত্ত (৮৫)র। দীর্ঘদিন ধরে কৃষক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি। বয়সে প্রবীণ হলেও শ্রমজীবী মানুষের লড়াই-আন্দোলনে ছিলেন খুবই কর্মঠ। মৃত্যুর খবর পাওয়ার সাথে সাথে সিপিআই(এম) নেতা আলমগীর মণ্ডল, সুমঙ্গল বাসকে, সুশান্ত ঘোষ সহ অনেকেই তার দ্বারিয়াপুর বাড়িতে এসে শেষ শ্রদ্ধা জানান। প্রয়াত দত্তর স্ত্রী ও পুত্র আগেই মারা গেছেন।

এক ডজন প্রশ্ন

১. বিশ্বের প্রথম শহিদ মহাকাশযাত্রী কে ছিলেন? কবে কীভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল?
২. বিশ্বের প্রথম টেস্টটিউব হাতি ‘গবি’ কবে কোথায় জন্মায়?
৩. ঢাকা শহরে বহুজাতিক সংস্থার একটি গার্মেন্ট ‘রানা প্লাজা’ (৮৩ তলা বিল্ডিং) কবে ধসে পড়েছিল? কতজন নিহত এবং কতজন আহত হন? এখন কতজন পঙ্গু হয়ে বেঁচে আছেন?
৪. বিশ্ব ম্যালেরিয়া সচেতনতা দিবস কবে? রাষ্ট্রসংঘ কোন সালে এই দিবস ঘোষণা করে?
৫. পৃথিবীর প্রথম স্যাটেলাইট এ্যারিয়াল কবে কোন দেশ মহাকাশে স্থাপন করেছিল?
৬. সুরসিক সাহিত্যিক ‘দাদাঠাকুর’-এর আসল নাম কী? কবে কোথায় তিনি জন্মান? এবং কবে প্রয়াত হন?
৭. কবে বন্দিমুক্তি আন্দোলনের মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কোন কোন মহিলা নেত্রী শহিদ হন? একজন যুবকও শহিদ হন, তাঁর কী নাম ছিল?
৮. ইতালির ফ্যাসিস্ট, একনায়কতন্ত্রী বেনিতো মুসোলিনির কবে ফাঁসি হয়েছিল?
৯. বর্ধমান শহরে সিএমএস স্কুল কে প্রতিষ্ঠা করেন? তাঁর কবে জন্ম হয়?
১০. সুভাষচন্দ্র বসু কবে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দেন? তখন কে সভাপতি হন?
১১. ভারতীয় চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ কে? তাঁর কবে জন্ম?
১২. বিপ্লবী ক্ষুদিরাম এবং বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী কবে কাকে মারতে গিয়ে নিরপরাধ মি. কেনেডি, তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে বোমা ছুঁড়ে হত্যা করেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আদর্শ আচরণবিধি : নয়া স্বৈরাচারী ফরমান

ধনঞ্জয় চ্যাটার্জী

অধুনা শিক্ষকবিরোধী, দমনমূলক, নির্মম আচারণবিধি, যা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আদর্শ আচরণবিধি, খসড়া হিসাবে প্রস্তাবিত হয়েছে এবং বর্তমান রাজ্য সরকার আগামী দিনে কার্যকর করতে চায়, সে সম্পর্কে কিছু কথা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তর এই আচরণবিধির খসড়া প্রস্তুত করেছেন যা রাজ্যের উচ্চশিক্ষার সাথে জড়িত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপর প্রযোজ্য হতে চলেছে। উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে দেশের কোনও রাজ্য সরকার এর আগে কখনও এই ধরনের বিধি আরোপের মনোভাব দেখায়নি। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণকে সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করবার এ এক অনন্য প্রচেষ্টা। এই বিধি শিক্ষকদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের একটি চরম রূপ। উচ্চ-শিক্ষার মানোন্নয়নে এই বিধি কার্যকরী নয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বেশ কিছুদিন আগে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সংশোধিত বেতনক্রমে ঘোষণা করেছেন, রাজ্য সরকার লাগু করার ব্যাপারে উদাসীন। প্রায় ৫২ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘ ভাতা প্রদানে অনীহা। যদিও ইউ.জি.সি বেতনক্রমে থাকার কারণে রাজ্য সরকার অন্য সকলক্ষেত্রে দিলেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা প্রদান করেননি; বরং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এই ভাতা প্রদান করেও ফেরৎ নিতে দ্বিধা করেননি। এমতাবস্থায় রাজ্য সরকার শিক্ষকদের উপর একের পর এক আইনবিরুদ্ধ ও অসম্মানজনক বিধিনিষেধ আরোপ করে চলেছেন। সম্ভবত এই ভাবনা থেকেই যাতে শিক্ষকরা বেতন সংক্রান্ত বঞ্চনা ও অন্যান্য মৌলিক দাবির আন্দোলনে মনোনিবেশ করতে না পারেন।

কী আছে এই খসড়া বিধিতে?

(১) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় (প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৭ লাগু হয়েছে। এই আইনে শিক্ষক নিয়োগের পরে প্রবেশন পিরিয়ডের মধ্যে পুলিশি পরীক্ষা ও মেডিক্যাল পরীক্ষার কথা বলা নেই। কিন্তু আদর্শ আচরণবিধির খসড়া প্রস্তাবে বলা হল প্রবেশন পিরিয়ডের মধ্যে এই দুটি পরীক্ষা করা এবং পরীক্ষায় অসফল হলে শিক্ষককে কর্মচ্যুত করা হবে। এই প্রবেশন পিরিয়ড কলেজ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ২ বৎসর এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ৩ বৎসর করা হয়েছে। বর্তমানে এই প্রবেশন পিরিয়ড সকলের ক্ষেত্রে ১ বৎসর। অর্থাৎ চাকুরিপ্রাপ্তির দুই বা তিন বৎসর পরেও এর যে কোনও একটি কারণে শিক্ষককে কর্মচ্যুত করা যাবে।

অন্য সরকারি ক্ষেত্র তো বটেই এমনকি বেসরকারি ক্ষেত্রেও এই দুইটি পরীক্ষা কর্মে নিযুক্তির পূর্বেই করা হয়। কোনও অসৎ উদ্দেশ্যে এই বিষয়টি বিধিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি তো? এই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক।

(২) রাজ্যের প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োমেট্রিক ব্যবস্থায় হাজিরা নথিভুক্ত বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব হল। কলেজের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার মাসান্তরে হাজিরা পরীক্ষা করবেন এবং প্রতি তিনমাস অন্তর সরকারি উচ্চ শিক্ষা দপ্তরে রিপোর্ট করবেন। একেই কলেজের অধ্যক্ষ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অত্যাধিক কর্মভারে ভারাক্রান্ত, তার উপর এই বিপুল কাজের বোঝা তাঁদের উপর চাপানো হল। আরও বলা হল কলেজের অধ্যক্ষদের প্রতিদিন কমপক্ষে দু-ঘন্টা শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে হবে। বিধিতে উল্লিখিত এই বিষয়টি কতটা বাস্তবসম্মত প্রশ্ন জাগে।

(৩) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের উচ্চ-শিক্ষা দপ্তরে প্রতি শিক্ষক-কর্মচারীর জন্য একটি গোপন রিপোর্ট পাঠাবেন বলে এই বিধিতে বলা হল যা শিক্ষক-কর্মচারীরা জানতে পারবেন না। অথচ ট্রান্সফার, পদোন্নতি বা শাস্তির ক্ষেত্রে এই রিপোর্টকে সরাসরি যুক্ত করা হবে। অর্থাৎ অপরাধী তাঁর অপরাধটুকু জানতে পারবেন না, আত্মপক্ষ সমর্থন তো দূরের কথা।

(৪) প্রত্যেক শিক্ষক-কর্মচারীকে প্রতি বৎসর ৩০ এপ্রিলের মধ্যে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ঘোষণা করতে হবে। বিধিতে এই বিষয়টিও ট্রান্সফার ও পদোন্নতিতে যুক্ত করা হয়েছে। ইউ.জি.সি-র নিয়মে পদোন্নতি কোনও শিক্ষকের শিক্ষামূলক কর্মদক্ষতার সঙ্গে যুক্ত। পদোন্নতিতে সম্পদের হিসাবকে যুক্ত করা যায় কীভাবে? এই প্রশ্ন আসাই স্বাভাবিক যে সরকারের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়/মহোদয়াদের বা অন্য জন-প্রতিনিধিদের সম্পত্তি সংক্রান্ত ঘোষণা প্রতি বৎসর দাখিল করতে হয় তো? শিক্ষকদের প্রতিবৎসর আয়কর বিভাগকে আয় এবং নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করলে সম্পত্তির হিসাব দাখিল করতে হয়।

(৫) কোনো শিক্ষক-কর্মচারী সংবাদ মাধ্যমে কিছু বলতে পারবে না, বললে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। এ তো বাক-স্বাধীনতার উপর আক্রমণ। এছাড়াও কোনো শিক্ষক-কর্মচারী সরকারের কোনো কাজের (সে শিক্ষানীতিই হোক আর যাই হোক) সমালোচনা করতে পারবেন না, সংবাদমাধ্যম বা অন্য কোথাও কোনো প্রতিবেদন লিখতে পারবেন না, প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রকাশ করতেও পারবেন না। তাহলে প্রশ্ন জাগে; যে এসব করবেন কারা?

(৬) সরকার যদি মনে করে যে শিক্ষকের কোনো আচরণ রাজ্য সরকারের পক্ষে ক্ষতিকারক তাহলে তা শিক্ষক/কর্মচারীর অসদাচরণ হিসাবে গণ্য হবে।

(৭) বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট বা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এবং কলেজের ক্ষেত্রে গভর্নিং বডি বা প্রশাসক শিক্ষক-কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। শিক্ষক-কর্মচারী যদি মনে করেন যে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তাঁর উপর অন্যায়ভাবে নেওয়া হয়েছে তাহলে তিনি সরকার গঠিত ট্রাইব্যুনালে যেতে পারবেন। ট্রাইব্যুনালের বিচারে অসন্তুষ্ট হলে তিনি কোনো আদালতে বিচারপ্রার্থী হতে পারবেন না। কোনো আইনজীবীকে সওয়ালের জন্য ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোথাও নিয়োগ করতে পারবেন না। এসব কি সংবিধান-বিরোধী এবং বে-আইনি নয়?

আরও প্রশ্ন যে, কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যে বিধিনিষেধের কাজে যোগদানের সময় ছিল না, সে রকম বিধিনিষেধ আরোপ করা যায়?

রাজ্য সরকারের এহেন প্রচেষ্টার জন্য মনে হয়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রাজ্য সরকার শত্রু ভাবছেন না তো? মানুষ গড়ার কারিগরদের যদি বাক্‌স্বাধীনতা না থাকে, সরকারের কোনও নীতি বা ন্যায়-অন্যায় কাজের সমালোচনার অধিকার না থাকে, মূল্যবোধের শিক্ষা বা মুক্ত চিন্তনের শিক্ষা শিক্ষার্থীরা অর্জন করবে কীভাবে? শিক্ষক সমাজ ও পরবর্তী প্রজন্মকে বশংবদ করে রাখার এই মনোভাবই তো স্বৈরাচারী মনোভাব। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার গণতান্ত্রিক কাঠামো এখন পরিত্যক্ত। ট্রাইব্যুনাল হবে সরকার-মনোনীত, সিন্ডিকেট/কাউন্সিল/গভর্নিং বডি / প্রশাসক সবই মূলত সরকার মনোনীত। স্বৈরাচারী শাসনের বৃত্তে এই বিধি যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বা ব্যক্তিত্বের সংঘাতে প্রয়োগ হবে না সে কথা কে বলতে পারে?

এ এস পি, ডি এস পি সহ দুর্গাপুর বাঁচাও-এর ডাক যৌথ মঞ্চের

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৮ এপ্রিল : এ.এস.পি, ডি.এস.পি আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ, এ.এস.পি-র বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে ব্যাপক এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দিল এ.এস.পি-ডি.এস.পি, দুর্গাপুর বাঁচাও কমিটি। যৌথ মঞ্চের আহ্বানে আজ এক গণকনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় এ.এস.পি স্টেডিয়াম গ্যালারিতে। কনভেনশনে ডি.পি.এল, ডি.সি.এল, ডিটিপিএস টাউনশিপগুলিকেও আন্দোলনের পরিধির মধ্যে আনার সিদ্ধান্ত হয়। এ.এস.পি প্লান্টের মধ্যে প্রায় প্রতিদিনই এই দাবিগুলি নিয়ে বিক্ষোভ ও প্রচার চলছে। এ.এস.পি টেন্ডারের জন্য ধার্য দিন ইতিমধ্যে পার হলেও পুনরায় ১১ মে পর্যন্ত বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। লাগাতার আন্দোলনের ফলে আগ্রহীরা সাহস দেখাতে পাচ্ছেন না। আজকের কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক বিনয়েন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী, বিকাশ ঘটক, বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ শ্রমিকনেতা রথীন রায়। এছাড়াও বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

বরফ কাহিনি

সঞ্জীব চক্রবর্তী

হাত কন্‌কন মানিকলতা
এ ধন পাইলি কোথা?—

লোকধাঁধার রচয়িতা আবার একটা ক্লু দিলেন ভ্যাবাচাকা খাওয়া সাথীকে—

রাজার ভাণ্ডারে নাই,
বেনের দোকানে নাই।

সত্যিই তো, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশে বরফ আসবে কোথা থেকে? অন্তত প্রাকৃতিক ভাবে? দারুণ গরমের থেকে শান্তি কালবৈশাখীর ঝড়ের পর যখন আকাশ থেকে ভূতের ঢেলা পড়ত, ছেলের পাল অবশ্যই সেই শিল কুড়োতে ছুটত। হাত কনকন করছে। তারই মধ্যে উদ্যোগী হয়ে গ্লাসে চিনির সঙ্গে গুলে খানিক সরবত তৈরির চেষ্টা। শিল কুড়িয়ে কাজে লাগাবার অনবদ্য বর্ণনা দিয়ে গেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। তুঙ্গভদ্রার তীরে বিজয়নগর। বৃদ্ধ দামোদর স্বামী আষাঢ়ের ঝড়ের পর কিছু শিল বা করকা সংগ্রহ করে রেখেছেন। সন্ধ্যায় বন্ধু রসরাজ আসার পর করকা সংযোগে মাধ্বী পান হল দুই বৃদ্ধের। বাকি অংশ নিজে পড়তে হবে।

তারপর কেটে গেছে কতককাল। মোগল সাম্রাজ্য কায়েম হয়েছে। বিলাসিতা সেখানে প্রবাদপ্রতিম। তুচ্ছ বরফের অভাবে মৌজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে না। হোক না কাশ্মীর দূর হিমালয়ে, বরফের চাঙ কেটে কম্বলে জড়িয়ে পালাক্রমে দিল্লিতে পৌঁছে দেবার মতো লোকের অভাব মোগল আমলে ছিল না।

১৮০০ সালের পর। কালের গতিতে কলকাতা এখন ভারতের রাজধানী, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ছোট বড় মাঝারি বাবুদের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদে পাল্লা দিচ্ছেন ফুলে ফেঁপে ওঠা দেশীয় বণিক মুৎসুদ্দি সম্প্রদায়। গরম দেশের লোকেদের চরিত্র একরকম। কিন্তু গ্রীষ্মের দাপটে প্রাণ ওষ্ঠাগত শীতের দেশ থেকে আসা সাহেব-মেমদের। শরীর রক্ষার জন্য হাজির ক্লারেট, শেরি, শ্যাম্পেন। চুনোপুটিদের গেলাসে আরক আর টোডি, গোদা বাংলায় তাড়ি। বরফের অনিয়মিত যোগান আসে হুগলির কোনো বরফ কল থেকে। সে বরফও পাতে দেবার মতো নয়। ১৮১৪ সালের জুলাই মাসে মুর্শিদাবাদের নবাব-বাড়ির নেমন্তন্নে প্রচুর বরফের আয়োজন ছিল খবর পাওয়া যায়। তবে নবাববাড়ির নেমন্তন্ন সকলের কপালে জোটে না। আকাশ থেকে শিল পড়লে মেমসাহেবরা মান ভুলে খিদমদগার বাহিনী নিয়ে শিল কুড়োতে লেগে যেতেন। পরিশ্রম ও তার ফল সমানুপাতিক হয়ে উঠল কিনা সন্দেহ আছে। হয়তো গ্লাসও ভরত না।

তবে চাহিদা ও যোগানের চিরন্তন সূত্র মেনে এই ঘোর গরমের দেশেও দেশীয় প্রযুক্তিতে বরফ তৈরির কৌশল আবিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। বরফ তৈরির চমৎকার বর্ণনা দিয়ে গেছেন ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির সিভিল সার্ভিসের এক উচ্চ পদাধিকারী শ্রী ফ্যানি পার্কস।

১৮২৮ সাল। ফ্যানি পার্কসের স্বামী এখন এলাহাবাদের কালেকটর। সে বছরের বরফ তৈরির দায়িত্ব পড়েছে নবাগতর ওপর। বরফ তৈরির গোটা কাজটা সম্পন্ন হয় এক অভিজ্ঞ বৃদ্ধ আব্‌দারের তত্ত্বাবধানে। বরফ তৈরির মূল নীতি হল কৃত্রিম ভাবে বাষ্পীভবন ঘটানো। প্রথমে বরফ সংস্থার মালিকানায় থাকা সমস্ত জমিটিকে কেয়ারি বা অগভীর বেডে পরিণত করা হয়। সারি সারি গর্ত। ছয় ফুট স্কোয়ার এক হাত গভীর গর্ত। মাঝে আলপথ। এক ফুট পুরু করে পোয়াল, অর্থাৎ ধানগাছ বা গমগাছের শুকনো খড় বিছিয়ে দেওয়া হয়। আখগাছের পাতা হলেও ভালো কাজ হয়। আলপথের চারকোণে এক একটা করে থিলিয়া বা মাটির পাত্র রাখা হয়। ভিস্তি এসে জল ভরে দিয়ে যায়। খড়ের বিছানার ওপর পাতা হয় অগভীর রেকাবি বা প্যান।

এবার অভিজ্ঞ আবদারের দায়িত্ব। সারা সন্ধ্যে সে আলের ওপর হেঁটে বেড়ায় আর তাপমাত্রা ও বাতাসের গতিপ্রকৃতি দেখে। যদি বাতাস জোরালো হয়, সে ফিরে যায় নিজের কুঁড়ে ঘরে। সে রাতে বরফ জমবে না। যদি বাতাসে যথেষ্ট হিমেল ভাব থাকে, তবে সন্ধ্যে ৬-৭টা নাগাদ ডুগডুগির মতো টমটম বাজাতে থাকে। বাজারের কুলিদেরও কান খাড়া। সংকেত পাওয়া মাত্র কয়েকশো পুরুষ নারী ছেলেপুলে দৌড়ে এসে কাজে লেগে যায়। লাঠির আগায় বাঁধা কাপে করে থিলিয়া থেকে জল নিয়ে প্যান ভর্তি করে দেয়।

রাত যদি হিমেল হয়, আর বাতাস না বয়, তবে সারারাত ধরে বাষ্পীভবনের ফলে প্যানে ইঞ্চি দেড়েক পুরু বরফ জমা হয়ে যায়। ভোর তিনটের সময় লম্বা চাদর মুড়ি দিয়ে আবদার বেরিয়ে এসে অবস্থা খতিয়ে দেখে। তারপর তার টমটমের আওয়াজ শোনামাত্র কুলিরা কাঁপতে কাঁপতে এসে বরফ সংগ্রহ করতে লেগে যায়। ছোট শাবলের মতো যন্ত্র দিয়ে ঠুকে ঠুকে বরফ আলগা করে ঝুড়ি ভর্তি করে। ঝুড়ি ভর্তি বরফ ঢালা হয় একটা পিট বা গর্তে। বরফ সংগ্রহ হয়ে গেলে কুলিরা পয়সা নিয়ে বিদায় হয়। জনাদশেক লোক থেকে যায় পরের কাজের জন্য। এক এক খেপে চারজন করে লোক পায়ে জুতো পরে আর হাতে মুগুর নিয়ে নেমে যায় পিটে। বরফের টুকরো পিটিয়ে পিটিয়ে একটা সমতল পিণ্ডে পরিণত করে ফেলে। নীচে এত ঠাণ্ডা যে আবার নতুন দল পাঠাতে হয় খানিক পরেই।

পেটাই হয়ে গেলে একটা চাটাই চাপা দিয়ে তার ওপর পুরু করে খড় চাপিয়ে আইস হাউসের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আইস হাউস মানে মাটির দেওয়াল দেওয়া পুরু খড়ের চালার নীচু ঘর। একটাই ছোট দরজা। সেটাও বন্ধ করে দেওয়া হয় বাঁশ আর খড়ের ঝাঁপ দিয়ে।

সে বছর রোজ রাতে বরফ তৈরি হয় ১৯ ফেব্রুয়ারি অবধি। মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৩০০০ মন। এক মন মানে ৮০ পাউন্ড। পিটের দরজা খোলার তারিখ ১ মে। প্রতি চাঁদাদাতার জন্য একদিন অন্তর ২৪ পাউন্ড বরফ বরাদ্দ। ভোর বেলা ঝুড়ি হাতে বরফ আনতে যায় চাকররা। বাঁশের ঝুড়ির ভেতরে দোসূতির আস্তরণ। বার ঘুয়া কাপড়া নামে এক ধরনের বিশেষ কাপড়ের আস্তরণ যা জলে পড়ে না। তারপর নামদার মোড়ক। নামদা হল এক ধরনের পশমের আস্তরণ। তারপরেও থাকবে বড়বাজার ব্ল্যাঙ্কেট। ভোর ভোর মুগুর হাতে হাজির হয় চাকর। আবদার অত ভোরে নিজে উঠে ওজন করে দিতে পারে না। কাজেই চুরির মওকা জুটে যায়। বরফ সংগ্রহ করে ফেরার পথে বাজারে খানিক বরফ দুআনা সের দরে বিক্রি হয়ে যায়। বাড়ি ফেরার পর ওজন করে দেখা হয়। চাকরদের জবাব তৈরিই থাকে—পথে গরমে বরফ গলে গেছে। সে বার আগস্ট মাস পর্যন্ত বরফ মিলেছিল। বরফ কেবল বিলাসিতার উপকরণ ভাবলে কম বলা হবে। তীব্র গরমে বরফ ছিল অনেক সময় প্রাণ বাঁচাবার অবলম্বন। ১৮২৮ সালের মার্চের শেষে ফ্যানি পার্কসের স্বামী প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। ওষুধে কাজ হয় না। ৯ এপ্রিল সুপারিনটেন্ডিং সার্জেনের সঙ্গে পরামর্শ চলছে—ল্যান্সেট প্রয়োগ করে রক্তমোক্ষণ করা হবে, না রোজ এক বোতল ক্লারেট পান করতে দেওয়া হবে। শেষে ক্লারেট পান সাব্যস্ত হল। সঙ্গে মাথায় তিন ব্লাডার ভর্তি বরফ, গলায় বরফ জড়ানো তোয়ালে। ক্লারেট আর বরফের যৌথ ক্রিয়ায় কালেক্টর সাহেবের জ্বরের উপশম ঘটল। বরফ জোগাড় হয়েছিল বিশেষ অনুমতি নিয়ে।

১৮৩৩ সালে সুখের তরঙ্গ বয়ে গেল কলকাতায়। তার খবর এলাহাবাদেও পৌঁছে গিয়েছিল। খোল বোঝাই সাদা ধবধবে বরফ নিয়ে এক আমেরিকান জাহাজ সুদূর শিকাগো থেকে কলকাতা বন্দরে নোঙর ফেলেছে। গোটা জন কোম্পানি ঝাঁপিয়ে পড়ল, নিমেষে মাল সাফ হয়ে গেল। ভবিষ্যতে বরফের জোগান ঠিক রাখার জন্য জাহাজের কাপ্তেন রোজার্সের খাতির দেখে কে! খোদ গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেন্ডিশ বেন্টিঙ্ক টাউন হলে শহরবাসীর পক্ষ থেকে অভিনন্দনপত্র দিলেন কাপ্তেনকে। সঙ্গে একটা রুপোর কাপ। পরে অবশ্য সরকারি উদ্যোগে লখনৌতে একটি বরফ কল বসে। হুগলির কারখানার আর কোনো সংবাদ নেই।

বাজারে নবাগত বরফ সম্পর্কে নেটিভ মহলে কানাঘুষোর অন্ত নেই। নাকি নিষিদ্ধ পশুর রক্ত দিয়ে সাহেবরা বরফ বানায়! ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের অপরূপ কথা ‘কঙ্কাবতী’-র তরুণ নায়ক খেতু। কাপ্তেন নববাবুর ষাঁড়েশ্বরের কোনো খাদ্য পানীয়েই অরুচি নেই, সে ধর্মের ধ্বজাবাহী হয়ে খেতুর সম্পর্কে প্রচার করে দিল খেতু ‘বরফ খাইয়াছে’। অতঃপর নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে কলঙ্কমোচন। কঙ্কাবতীর সঙ্গে খেতুর বিয়ে হল। ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় সমাজপতি জনার্দন চৌধুরী সবাইকে বরফ খাওয়ালেন—“বর যে একলা ‘বরফ’ খাইয়া শরীর সুশীতল করিবে তাহা হইবে না, আমরাও আমাদের শরীর যৎসামান্য স্নিগ্ধ করিব।” শূদ্র ভোজনের সময় গদাধর ঘোষ তিন লোটা বরফজল পান করলেন। দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খেলেন প্রায় এক সের।

এখন ছোট-বড় ফ্রিজের কল্যাণে ঘরে ঘরে দোকানে দোকান বরফকল। হাত কনকন মানিকলতা—স্পর্শ পাওয়ার বিমুগ্ধতাও দূর অস্ত। বেশি পরিমাণে আইসকিউব দরকার হলে একটা ফোনের অপেক্ষা। সর্বত্র। সারাবছর।

ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ চুরি গেলে দায় কার?

আব্দুস সবুর

দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশজুড়ে যখন ডিজিটাল ইন্ডিয়া গড়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, অনলাইন লেনদেন করার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন তখনই রাতারাতি চুরি হয়ে গেল রাজকোষে। এক দুই কোটি টাকা নয়, প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা। বিদেশের পাঁচটি জায়গায় চলে গেছে এই বিপুল ধনরাশি বলে অনুমান।

হ্যাঁ অনলাইনে হ্যাক করেই এই ডাকাতি ঘটিয়েছে হ্যাকাররা। এখন হ্যাকারদের এই ডাকাতি প্রকাশ হয়ে গেলে আতঙ্ক ছড়াবে ভেবে সরকার মৌনব্রত নিলেও ‘দ্য হিন্দু’ পত্রিকাতে তার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ হয়ে গেছে। স্বস্তির কথা এটাই যে চুরি হওয়া সব টাকাই ফেরত আনা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কীভাবে এই টাকা রাতারাতি চলে গেল, কারা এই ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত তা জনসমক্ষে আনা প্রয়োজন মনে করেনি কেন্দ্রের সরকার। জনসাধারণের মনে আতঙ্ক ছড়াবে ভেবে সরকার নিজেই চুপ করে আছে।

২০ জুলাই ২০১৬, দিনটা ছিল গুরুবার। ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক হিসাবের শেষ দিন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ট্রেজারি বিভাগের এক অফিসার দিনের সব লেনদেনের উপর নজর রাখছিলেন। সোসাইটি ফর ওয়ার্ল্ডওয়াইড ইন্টার ব্যাঙ্ক ফিনান্সিয়াল টেলিকমিউনিকেশন বা সুইফট পেমেন্টগুলির একটা লেনদেনের উপর চোখ আটকে যায় ওই অফিসারের। পেমেন্ট দেখানো হয়েছে ১৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় ১ হাজার ১৯৭ কোটি টাকা। এমন কোনো লেনদেন তো তিনি ভেরিফাই করেননি। তবে কীভাবে পেমেন্ট দেখানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যাঙ্কের উপরের মহলকে সব জানিয়ে সতর্কতা জারি করেন। কিন্তু ততক্ষণে ওই ধনরাশি চলে গেছে বিশ্বের পাঁচটি দেশে। এর মধ্যে আছে কম্বোডিয়ার কানাডিয়া ব্যাঙ্ক, ইন্দোচায়না ব্যাঙ্ক, থাইল্যান্ডের সিয়াম কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, তাইওয়ানের ব্যাঙ্ক সিনোপ্যাক ও অস্ট্রেলিয়ার একটি ব্যাঙ্ক। সব লেনদেনই হয়েছে নিউইয়র্কের সিটি ব্যাঙ্ক ও মর্গানজে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। কারণ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের বৈদেশিক লেনদেনগুলি মনিটর করে থাকে এরাই।

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে একই কায়দায় লোপাট হয়েছিল ৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার বেশিরভাগ উদ্ধার করা যায়নি। কিন্তু যেভাবেই হোক ভারতের টাকা তো চলে গেছে বিদেশে। এবার কীভাবে তা ফেরানো যায়? তৎপর হয়ে উঠল তদন্তকারী সংস্থাগুলো। কিন্তু বেশ কিছু আইনি সমস্যাও তো আছে। তাইওয়ানের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কও নেই। সে দেশের প্রশাসন কেন দিল্লির নির্দেশ মানবে? কিন্তু আশ্চর্য, নিউইয়র্কের সিটি ব্যাঙ্ক কর্তা ও বিদেশ মন্ত্রকের আধিকারিকদের চাপে তাইওয়ানকে সতর্ক করে দিল আমেরিকা। আর এরপরই পুরো ১৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ফেরত এল ভারতে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কাছে।

হ্যাক করার প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই ধরা পড়েছিল ঘটনাটি। কিন্তু ফেরত আনতে গিয়ে কেটে যায় প্রায় এক সপ্তাহ। ডাকাতির প্রায় এক মাস বাদে মুম্বাই-এর সাইবার সেল-এ এ.এফ.আই.আর দাখিল করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। ভারত সহ ছ'টি দেশের কারা কারা এই ডাকাতির সঙ্গে জড়িত তা বলা হয়নি এফ.আই.আর-এ।

দেশে একের পর এক সাইবার ক্রাইম বেড়ে যাওয়ায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সবকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে চিফ ইনফরমেশন সিকিউরিটি অফিসার নিয়োগ করা হয়। তাছাড়া সাইবার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য গড়তে হবে একটা বিশেষ সেলও। আর.বি.আই-এর ডেপুটি গভর্নর এস এস মুন্দ্রাও ব্যাঙ্কগুলিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন সাইবার অপরাধ ঠেকাতে যেন সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে এতো বড় ডাকাতি কীভাবে ঘটল? এর সুস্পষ্ট জবাব পাওয়া যায়নি। মনে করা হচ্ছে ট্রেজারি ব্রাঞ্চের নিজস্ব ই-মেলে কোনো মেল এসেছিল যা খোলামাত্র সব গোপন তথ্য চলে যায় হ্যাকারদের কাছে। এটা একটা অনুমান মাত্র। এ-কারণেই অজানা-অচেনাদের মেইল ওপেন করতে বারণ করে দেওয়া হয়।

দেশের বেশিরভাগ মানুষ গরিব এবং আধুনিক কারিগরির সঙ্গে সড়গড় নন। তাঁদের ঠকিয়ে তথ্য হাসিল করা মোটেই কঠিন নয়। আর এভাবেই রোজ অসংখ্য ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডধারীদের ঠকানো হচ্ছে। ব্যাঙ্কের গোপন তথ্যেও হানা দিচ্ছে হ্যাকাররা। এর জন্যই গত বছর ৩২ লক্ষ এটিএম কার্ড বাতিল করে দিতে হয়। যার ফলে ব্যাঙ্কিং সেক্টরে দুই কোটি টাকার মতো ক্ষতির বোঝা বেড়েছে।

গত বছরের ৮ মার্চ ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্রের পুনের একটি শাখার পক্ষ থেকে শিবাজীনগর থানায় এফ.আই.আর দায়ের করে বলা হয় তাদের শাখার বিভিন্ন গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট থেকে ২৫ কোটি টাকা গায়েব হয়ে গেছে। সাইবার বিশেষজ্ঞরা তদন্ত করে বলেছে এটা ইউ.পি.আই-র (ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস) সমস্যা মাত্র। সমস্যা বোঝা গেলে সমাধানও মিলবে। কিন্তু ওই শাখার ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকদের বেশিরভাগই খোয়া যাওয়া টাকা আর ফেরত পাননি। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান অরুণ তিওয়ারি হলেন দেশের প্রথম চিফ ইনফরমেশন সিকিউরিটি অফিসার। তাঁর বক্তব্য—রেকর্ড সময়ের মধ্যে চুরি যাওয়া ১৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তহবিলকে দেশে ফেরত আনা সম্ভব হয়েছে। ব্যাঙ্ক থেকে চলে গেলেও পরের লেনদেনকে ব্লক করে দিতে সক্ষম হয়েছে কর্তৃপক্ষ। এর পিছনে একাধিক তদন্তকারী অফিসার, বিদেশ মন্ত্রক ও বিদেশের আধিকারিকদেরও অবদান রয়েছে।

কিন্তু দেশজুড়ে যখন ডিজিটাল ইন্ডিয়া গড়ার স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে, অনলাইন লেনদেন করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, তখন বিশ্বজুড়ে হ্যাকারদের মোকাবিলা করার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা কেন নিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক? কোটি কোটি দেশবাসীকে অনলাইন লেনদেনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কিন্তু তাদের সঞ্চিত অর্থের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবছে না সরকার। মনে হচ্ছে মোদি সরকার ঠগ-বাটপারদের হয়েই বড় বড় কথা বলছে। কিন্তু গরিব মানুষের সঞ্চয় রক্ষার দায়িত্ব তো সরকারেরই নিতে হবে। নির্বাচনের সময় আমজনতার মূল্যবান ভোটটা চাইতে যখন বাড়ির দুয়ারে আসেন তখন মানুষ যদি প্রশ্ন তোলেন তাহলেই রাগ!

মন্তেশ্বর স্কুলে কম্পিউটার চুরি কিনারা করতে ব্যর্থ পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ২৭ এপ্রিল : মাত্র ৪৮ ঘন্টায় তিনটি স্কুলে কম্পিউটার চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে মন্তেশ্বর থানা জুড়ে। ২৬ সেপ্টেম্বর শুশুনিয়া রানিবালা বিদ্যামন্দিরে ১০টি কম্পিউটার চুরি হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর পিপলন উচ্চ বিদ্যালয়ে ৭টি কম্পিউটার চুরি হয়। এর কিছুদিন আগে এই স্কুলের ১০টি কম্পিউটার চুরি হয়। এইযাত্রায় ২৪ সেপ্টেম্বর একেবারে মন্তেশ্বর থানার নাকের ডগায় সাগরবালা বিদ্যালয়ে ২০টি কম্পিউটার চুরির মধ্যে দিয়ে চুরির ঘটনার শুরু। তাতেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র এলাকা জুড়ে। মানুষ প্রশ্ন করছেন পুলিশ কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে? বিগত চার-পাঁচ মাসে এই থানা এলাকায় ৬টি স্কুল থেকে কম্পিউটার চুরি গেছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ পৃথক পৃথক ভাবে মন্তেশ্বর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ নিয়ে তদন্তও চলছে কিন্তু একের পর এক ঘটনা ঘটেই চলেছে।

সব স্কুলেই সিভিক ভলেনটিয়ারের পাহারা রয়েছে তবে ঘটনা কেন ঘটছে তা নিয়ে প্রশ্ন মানুষের। উল্লেখ্য জামনা, ধামাচিয়া ও কাটসিহি উচ্চ বিদ্যালয়েও চুরির ঘটনা ঘটছে বিগত ৪/৫ মাসের মধ্যে। মানুষের মনে হাজারো প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এই চুরির ঘটনায়।

কুড়ি লক্ষ টাকার ব্যাঙ্ক ডাকাতি কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৪ এপ্রিল : মাত্র চার জনের একটি সশস্ত্র ডাকত দল দিনেদুপুরে একটি ব্যাংকে হানা দিয়ে কুড়ি লক্ষ টাকা ডাকাতি করে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে তদন্ত শুরু করলেও ডাকাত দলের নাগাল পায়নি। ঘটনাটি ঘটে আজ দুপুরে কালনার সিঙ্গারকোনের ইউকো ব্যাঙ্কের একটি শাখায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী জানা যায়, দুটি বাইকে চার জনের একটি ডাকাত দল এদিন অস্ত্র দেখিয়ে ব্যাংক কর্মচারী ও গ্রাহকদের একটি ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে তারা ক্যাশিয়ারের কাছে গিয়ে হাজির হয়। তাকে পিস্তলের বাট দিয়ে মাথায় আঘাত করে কুড়ি লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। ডাকাত দলটিকে বাইকে পাণ্ডুয়ার দিকে চলে যেতে দেখা যায়। খবর পাওয়া মাত্রই কালনা থানা থেকে পুলিশ গিয়ে তদত শুরু করে। কালনা মহকুমা পুলিশ অফিসার শান্তনু চৌধুরী ব্যাংক ডাকাতির কথা স্বীকার করে জানান—ব্যাংক ডাকাতদের ধরতে পুলিশ তৎপরতার কোনো ঘাটতি থাকবে না।

গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে দোকান ভস্মীভূত

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৩ এপ্রিল : এস. টি কে কে রোডে চাপাতলা বাজারে একটি সাইকেল দোকানে ঝালাইয়ের কাজ করার সময় গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন ছড়িয়ে পড়ে দোকানঘর, দোতলা বাড়ির সাথে পাশের তিনটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে আজ দুপুর ১২টা নাগাদ। স্থানীয় মানুষ ও দমকলের দুটি ইঞ্জিন এসে আগুন আয়ত্তে আনে। দোকানের মালিক রুবেশ দাস সাইকেল সারাইয়ের কাজ দীর্ঘদিন ধরে করতেন।

কেতুগ্রামে পঞ্চায়েত ভোটের দফারফা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কেতুগ্রাম : বিরোধীপক্ষের কাউকে মনোনয়নপত্র জমা দিতে না দেওয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া আর কেউ প্রার্থী নেই। ফলে ভোটের কোনো প্রয়োজন নেই। গ্রামের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে মানুষের যে উৎসাহ উদ্দীপনা থাকে ব্লক চত্বরকে সশস্ত্রভাবে ঘিরে রেখে সেইসব উন্মাদনার দফারফা করে ছেড়েছে তৃণমূল দল। কেতুগ্রামে কোনো স্তরেই সিপিআই(এম) প্রার্থী নেই বলে জানালেন সিপিআই(এম) নেতা শেখ শের আলী।

গ্রামের দেওয়ালগুলো খাঁ খাঁ করছে। প্রার্থীদের প্রচার প্রস্তুতি নেই। গ্রামে উন্নয়নের কী কাজ হয়েছে, কী কাজ হয়নি তার আলোচনা, পর্যালোচনা নেই। আছে শুধু শাসকদলের নিন্দা। গ্রামের মোড়ে মোড়ে ছিঃছিঃকার। জোর করে জিতে আসা প্রার্থীদের প্রতি ধিক্কার।

সদ্য নাম ওঠা নির্বাচক বললো, প্রথম ভোটটা দিতে পেলাম না। যখন দিতে পাবো, তখন দেখবো। একজন খেত মজুর বোরো ধান কাটাতে যেতে যেতে বললেন, এখন ধান সামলাই, পরে ভোট যখন হবে, তখন এর শোধ তুলব।

হুমকি ও সন্ত্রাস—প্রতিবাদে মিছিল

—প্রথম পাতার পর

জানিয়েছেন।

২৪ এবং ২৫ এপ্রিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য সিপিআই(এম) প্রার্থীদের বাড়ি হামলার ঘটনা ঘটেছে মেমারি-১ ব্লকে দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেনাপুর বীরশিমূল সহ বিভিন্ন গ্রামে। প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছে। দেবীপুর পঞ্চায়েতের মহিলা প্রার্থী সুশীলা কিসকু হাঁসদা, দোলন বাগ-র বাড়িতে বাইক বাহিনী চড়াও হয়েছে। এই পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার পঞ্চায়েতের ১৭১টি ও সমিতির ৩০টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে সিপিআই(এম)। তাদের বাড়ি বাড়ি হুমকি চালিয়ে যাচ্ছে তৃণমূলী দুষ্কৃতীরা। গোটা বিষয়টি পঞ্চায়েত নির্বাচনী আধিকারিককে জানিয়েছেন সিপিআই(এম) নেতা অভিজিৎ কোঙার।

পূর্বস্থলী, ২৭ এপ্রিল : মনোনয়ন দাখিলের সময়ে প্রার্থী ও সিপিআই(এম) কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা ও আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালো পাটুলী ও পীলা এলাকার মানুষ। দুটি প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয় পাটুলী বাজার ও পাটুলী স্টেশন বাজারে। পাটুলী বাজারের সভায় সভাপতিত্ব করেন, অমিতাভ গোস্বামী, বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) নেত্রী অঞ্জু কর ও সুব্রত ভাওয়াল, দয়াল ঘোষ, ঝুমা দত্ত, তনয় মুখার্জী প্রমুখ। স্টেশন বাজারের সভায় সভাপতিত্ব করেন রহমান সেখ। প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা কমিটির সদস্য তাপস চ্যাটার্জী। বক্তারা গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সর্বস্তরের মানুষকে প্রতিরোধ গড়ে তুলে লুটেরাদের হাত থেকে পঞ্চায়েত রক্ষার আহ্বান জানান। ২৩ এপ্রিল মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার পর ভাতারে সিপিআই(এম) অফিসে হামলা চালায় তৃণমূল দুষ্কৃতীরা।

প্রার্থীদের নিয়ে মিছিল ধাত্রীগ্রামে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৩ এপ্রিল : শাসক দলের হুমকি, শাসানি, আক্রমণ উপেক্ষা করে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর পরই প্রার্থীদের নিয়ে মিছিল করল সিপিআই(এম) কালনা-১ নং এরিয়া কমিটি। এদিন কর্মী ও প্রার্থীরা জমায়েত হন ধাত্রীগ্রাম বাজারে। সেখান থেকে মিছিল শুরু হয়ে বিভিন্ন স্থান পরিক্রমার পর নবদ্বীপ মোড়ে শেষ হয়। তার আগে পথসভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রবীণ পার্টি নেতা বীরেন ঘোষ। তিনি বলেন, আমরা প্রার্থীদের নমিনেশন পত্র জমা করতে পেরেছি। এর পরবর্তী ধাপগুলো আমরা লড়াই করেই পেরোবো, তাতে কোনো দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব নেই। আমরা তা পারবো। সাধারণ মানুষের স্বার্থে তা পারতেই হবে। এটা আমাদের আজকের শপথ।

লেনিনের জন্মদিবস

—প্রথম পাতার পর

অবদানের জন্য আজকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিটি লড়াই-এর পথ দেখায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যা আজকের দিনে মার্কসবাদ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সন্তোষ দেবরায় ও নির্মল ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন পার্থ মুখার্জী, বিপ্রেন্দু চক্রবর্তী, পঙ্কজ রায় সরকার, রথীন রায়, কাজল চ্যাটার্জী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানের সূচনায় গণ-সংগীত পরিবেশন করেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ইস্পাত শাখার (দুর্গাপুর) শিল্পীরা।

শাসক দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ভাতারে কর্মী খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ এপ্রিল : প্রার্থীপদের দ্বন্দ্ব কোন উচ্চতায় উঠলে শাসক দলের কর্মীকেও খুন হতে হয় দেখল পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার ভুমসোর গ্রাম। গতকাল সাত সকালে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বোমার আঘাতে নৃশংসভাবে খুন হলেন রমজান মোল্লা (৫৫)। তাঁকে সবাই ভকত মোল্লা বলেই চিনত।

মনোনয়ন দাখিলের শুরুর দিন থেকে মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে চলেছে দানবীয় সন্ত্রাস। বিরোধীরা আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত। তা বলে শাসক দলের নিজেদের লোকেরাও ছাড় পাচ্ছে না। শুধু মাত্র মনোনয়ন নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারপিট করে এদিন পর্যন্ত শাসকদলের পাঁচ জন খুন হলেন। নিজের দলের কর্মী খুনের কথা অস্বীকার করতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী নিজেও। ভাতারের ভুমসোর গ্রামে এদিন নিহত রমজান মোল্লার ছেলে কবিরুল মোল্লা দাবি করেছেন তাঁর বাবা তৃণমূলের মানগোবিন্দ গোষ্ঠীর কর্মী ছিলেন। যারা তাঁকে খুন করেছে তারাও তৃণমূল দলের বনমালী হাজরার গ্রুপের সদস্য। এলাকায় উত্তেজনা প্রশমনে গ্রামে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

কিশোর-বাহিনীর অনুষ্ঠান

—প্রথম পাতার পর

জগৎ পত্রিকার পথ চলা শুরু হয়েছে। প্রথমে সান্ধ্য দৈনিক, পরে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও বর্তমানে মাসিক সংখ্যা হিসাবে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে 'কিশোর জগৎ' পত্রিকা। প্রথমে ব্যক্তি উদ্যোগে প্রকাশিত হলেও পরে ২০০৪ সাল থেকে এটি অবিভক্ত বর্ধমান জেলার কিশোর-বাহিনীর এবং বর্তমানে পশ্চিম বর্ধমান জেলার কিশোর-বাহিনীর মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। আজকের পুস্তক প্রদর্শনীতে 'কিশোর জগৎ' পত্রিকার পুরানো সংখ্যাগুলি রাখা হয়। কিশোর জগৎ পত্রিকার ইতিহাস তুলে ধরেন পত্রিকার সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ সুর।

অকালে প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট যাত্রাশিল্পী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কেতুগ্রাম, ২৮ এপ্রিল : অকালে মাত্র ৪৬ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন কেতুগ্রামের অম্বলগ্রামের বিশিষ্ট যাত্রাশিল্পী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। প্রতিভাধর এই শিল্পীর অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতার চিৎপুরের যাত্রাপাড়ার বিশিষ্ট গায়ক-নায়ক। একাধিক নামি-দামি যাত্রাদলে অভিনয় করেছেন। যাত্রাশিল্পী মোহন চ্যাটার্জী ও মিতা চ্যাটার্জী তাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য পালাগুলি হল—'বোকারামের বিলিতি বউ', 'আজকে দেবীর সিঁদুরদান', 'ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো', 'আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা', 'সিঁধির সিঁদুরে নাগিনীর ছোবল', 'বাঘের খাঁচায় বালিকা বধূ' ইত্যাদি। তাঁর শৈশব কেটেছে গ্রামেই। শিবলুন হাইস্কুলেরও কৃতী ছাত্র ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক জ্ঞাপন করেছেন অম্বলগ্রামের শিল্পী-সংগঠক উপাসনা চ্যাটার্জী।

সাথে মহিলানেত্রীরা

—প্রথম পাতার পর

সহ অনেকেই ধর্ষিতার পরিবারের সাথে দেখা করেন। বিকালে গুসকরা পুলিশ ফাঁড়িতে (থানার নির্দেশমতো) তাঁরা আদিবাসী সমাজের উপর নিরাপত্তায় জোর বাড়ানো এবং দোষী ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানান। অসহায় পরিবারের পাশে এসে সাহস জোগানো এবং সান্ত্বনা জানানোয় এলাকার আদিবাসী মানুষেরা তাঁদের অভিনন্দন জানান। মহিলাদের এই টিমের সাথে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা আলমগীর মণ্ডল, নারায়ণ ঘোষ প্রমুখ ছিলেন।

ব্যাপক সাড়া মানুষের

—প্রথম পাতার পর

পঞ্চায়েত সমিতির সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের। সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটি এলাকার বাবুলাল বিশ্বাস জানান, আমরা আজ বাম প্রার্থীদের নিয়ে মোল্লা পাড়া, লাইনপার, গোবিন্দপল্লী, রামসীতা প্রভৃতি মহল্লাগুলি বাড়ি বাড়ি ঘুরেছি। তাতে সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া রয়েছে। এদিন এই প্রচারে অংশগ্রহণ করেন দুই গ্রামসভার প্রার্থী মমতা হালদার ও যূথিকা হালদার, পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী অঞ্জলি হালদার এবং জেলা পরিষদের প্রার্থী সরযূ সরকার।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● I Shankari Samaddar W/o Late Gopinath Samaddar, Vill. : Nandur, P.O. : Jotram P.S. Bardhaman Dist. Purba Bardhaman-713101 by an affidavit before the Executive Magistrate. Purba Bardhaman on 5th Appril 2018 hereby declare that my actual name is Shankari Samaddar which is recorded in my voter ID, Aadhar card while my name is wrongly recorded as Shankari Chatterjee in my ration card. Shankari Samaddar & Shankari Chatterjee is one & same identical person.

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ভ্লাদিমির কোমারভের। ১৯৬৭ সালের ২৪ এপ্রিল মহাকাশযান সয়্যুজ-১ চড়ে অবতরণের সময় প্যারাশুট না খোলায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। ২০০৫ সালের ২৩ এপ্রিল, তুরস্কের গাজিয়ানতেপ চিড়িয়াখানায়। ৩. ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল, ১১২৯ জন। আহত ২৪৩৮ জন। পঙ্গু হয়ে আছেন ৭৮ জন। ৪. ২৫ এপ্রিল, ২০১০ সালে। ৫. ১৯৬২ সালে ২৬ এপ্রিল, ব্রিটেন। ৬. শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। জন্ম ১৮৮১ সালের ২৭ এপ্রিল বীরভূমের সিমালান্দিতে। মৃত্যু ২৬ এপ্রিল ১৯৬৮ সাল। ৭. ১৯৪৯ সালের ২৭ এপ্রিল। লতিকা সেন, প্রতিভা গাঙ্গুলি, অমিয়া দত্ত, কীতা সরকার। বিমান ব্যানার্জী। ৮. ১৯৪৫ সালের ২৮ এপ্রিল। ৯. রেভারেন্ড ওয়াইট ব্রেকট। জন্ম ১৮০২ সালের ২৯ এপ্রিল। ১০. ১৯৩৯ সালের ২৯ এপ্রিল, ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ। ১১. বুন্দিরাজ গোবিন্দ ফালকে। ১৮৭০ সালের ৩০ এপ্রিল। ১২. ১৯০৮ সালের ৩০এপ্রিল, জেলা জর্জ অত্যাচারী কিংসফোর্ড।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -9149831839, email : aqsaarts7736@gmail.com

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা